মোদি ক্ষমতায় থাকলে ভারত-পাকিস্তান সিরিজ সম্ভব নয়: আফ্রিদি

নরেন্দ্র মোদির সরকার যতদিন ভারতের ক্ষমতায় রয়েছেন ততোদিন ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজের কোনও প্রশ্নই নেই। আগেও বলেছিলেন, ফের একবার একই ইস্যুতে সুর চড়ালেন সাবেক পাকিস্তানি তারকা অলরাউন্ডার শহিদ আফ্রিদি। একইসঙ্গে আইপিএলে অংশ না নিতে পারার বিষয়টা পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের কাছে বড় একটা সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সমতুল্য বলে জানালেন তিনি।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আফ্রিদি জানান, পাকিস্তান সরকার সবসময় তৈরি কিন্তু ভারতের বর্তমান সরকার যতদিন শাসনে আছে ততদিন ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ অনুষ্ঠিত হওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগ বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম বড় একটা ব্র্যান্ড। আর সেই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগে খেলতে না পারায় পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা একটা বড় সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলেও জানালেন সাবেক এই পাকিস্তানি অধিনায়ক।

আফ্রিদির কথায়, আইপিএল বিশ্ব ক্রিকেটের বিরাট বড় একটা ব্র্যান্ড। আর সেখানে খেলার বিষয়টি বাবর আজমসহ অন্যান্য ক্রিকেটারদের জন্য দারুণ একটা সুযোগ। চাপের মুখে নিজেকে মেলে ধরা, অন্যান্য বিদেশি ক্রিকেটারদের সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করা। সবমিলিয়ে আমার মনে হয় পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের বড় একটা সুযোগ হাতছাড়া হচ্ছে।

ভারতীয় অনুরাগীদের ভালোবাসা প্রসঙ্গে আফ্রিদি বলেন, সন্দেহ নেই আমি ভারতের মাটিতে ক্রিকেট দারুণ উপভোগ করেছি। ওদেশের অনুরাগীদের থেকে যা ভালোবাসা আমি পেয়েছি সেটাকে সবসময় সম্মান করি। এখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় আমি ওদেশের অনুরাগীদের মেসেজ পাই, আমিও তাদের রিপ্লাই করি। সবমিলিয়ে আমি মনে করি ভারতের মাটিতে আমার সামগ্রিক যা অভিজ্ঞতা সেটা দুর্দান্ত।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গত ১৯ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরও আমিরাতে শুরু হয়েছে ত্রয়োদশ আইপিএলের আসর। দর্শকহীন আবহে, ভিন্ন পরিমন্ডলে শুরু হলেও টুর্নামেন্ট নিয়ে উন্মাদনার কোনও কমতি নেই। এক সপ্তাহের মধ্যেই সুপার-ওভার, রেকর্ড শতরানের সাক্ষী থেকেছে

কোটিপতি এই লিগ।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

গাভাস্কারকে সম্মান জানিয়ে আনুশকাকে জবাব ইরফান পাঠানের

তিনি সুনীল গাভাস্কারের বড় ভক্ত। গাভাস্কারকে গুরুর সমান মনে করেন ইরফান পাঠান। তাই গুরুর অসম্মান মেনে নিতে পারেননি সাবেক ভারতীয় এই অলরাউন্ডার। সরাসরি সোশ্যাল মিডিয়ায় আনুশকা শর্মাসহ নেটিজেনদের জবাব দিলেন।

টুইটারে ইরফান লিখেছেন, সবসময়ের জন্য শ্রদ্ধা। সর্বদা সুনীল গাভাস্কার স্যারকে সম্মান করবেন, সবসময়। নিজের এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ইরফান বুঝিয়ে দিয়েছেন একজন কিংবদন্তি ক্রিকেটার যিনি ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন, তাকে এভাবে আক্রমণ করা ঠিক হয়নি আনুশকা শর্মার।

ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুর ম্যাচে লাইভ কমেন্ট্রিতে থাকা গাভাস্কারের মন্তব্য ঘিরে। ব্রডকাস্টিং চ্যানেলের হয়ে হিন্দিতে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় কিংবদন্তি ক্রিকেটার বলেন, লকডাউন চলাকালীন কেবল আনুশকা শর্মার বোলিং প্র্যাকটিস করেছে কোহলি। আর এতে বিশেষ লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না। কিংবদন্তির এমন মন্তব্যে শোরগোল পড়ে যায়। নেটাগরিকরা বলেন, এমন মন্তব্যে শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করেছেন সাবেক এই ক্রিকেটার।

এরপর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে আনুশকা শর্মা পাল্টা লেখেন, মিস্টার গাভাস্কার আপনার মন্তব্য কুরুচিকর ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমি জানতে চাই একজন ক্রিকেটারের খারাপ পারফরম্যান্সের জন্য তার স্ত্রীকে দায়ী করে আপনি কীভাবে এমন একটি মন্তব্য করলেন? বছরের পর বছর ধরে ধারাভাষ্যের সময় আপনি ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে সবসময় বিরত থেকেছেন। আপনার কী মনে হয় না আমি বা আমাদেরও একই

সম্মান প্রাপ্য ছিল? আমি নিশ্চিত আমার স্বামীর পারফরম্যান্স নিয়ে বলার জন্য আপনার কাছে অন্য অনেক বাক্য ছিল কিন্তু আপনার কী আমাকে টেনে আনাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল?

কিন্তু তিনি আসলে ঠিক কী বলেছেন। একটি প্রথম সারির সংবাদমাদ্যমে আনুশকা শর্মার ইনস্টা স্টোরির পরিপ্রেক্ষিতে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তার মন্তব্য নিয়ে সমালোচনা প্রসঙ্গে গাভাস্কার বলেন। তার মন্তব্যের সম্পূর্ণভাবে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, তোমরা যদি শোনো আমার কমেন্ট্রি তাহলে দেখবে আকাশ এবং আমি হিন্দি চ্যানেলের হয়ে কমেন্ট্রি করছিলাম এবং আকাশ বলছিল লকডাউনে ক্রিকেটারদের সীমিত অনুশীলনের কথা। যে কারণে প্রথমদিকের ম্যাচগুলোতে ক্রিকেটারদের মধ্যে জড়তা কাজ করছে। রোহিত প্রথম ম্যাচে ঠিকঠাক বল স্ট্রাইক করতে পারেনি, ধোনিও পারেনি, বিরাটও পারেনি। বেশিরভাগ ব্যাটসম্যানদের একই অবস্থা অনুশীলনের অভাবে।

এখানেই প্রশ্নটা ওঠে যে লকডাউনে বিরাট কোনও প্র্যাকটিসের সুযোগ পায়নি। যেটুকু করেছে সেটা তাদের আবাসনে এবং আনুশকা তাকে বোলিং করেছিল। এটাই আমি বলেছি।

আনুশকা কোহলিকে বোলিং করছিল আমি শুধু এই কথাটা ব্যবহার করেছি অন্য কিচ্ছু না। এখানে কীভাবে আমি আনুশকাকে দোষারোপ করলাম? কোথায় বা তার প্রতি শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করলাম। ভিডিওতে যা দেখেছি আমি সেটাই বলেছি। যেটা ওদের কোনও প্রতিবেশী রেকর্ড করে ইন্টারনেটে আপলোড করেছিল। আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে লকডাউনে কেউই পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ পায়নি। কেউ যদি এটাকে বিকৃত করে তাহলে আমার কী করার আছে?

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

জেসুসের চোট, দুশ্চিন্তা বাড়ল

ম্যানসিটির

সের্হিয়ো আগুয়েরো হাঁটুর চোট থেকে সেরে উঠেছেন, কিন্তু মাঠে ফিরতে আরও সময় লাগবে। এরই মধ্যে ম্যানচেস্টার সিটির শিবিরে নতুন দুশ্চিন্তা যুক্ত হল। চোট নিয়ে এক মাসের জন্য ছিটকে গেছেন ফরোয়ার্ড গাব্রিয়েল জেসুস। আন্তর্জাতিক বিরতির আগের তিন ম্যাচে খেলবেন না এই ব্রাজিলিয়ান।

শুক্রবার ব্রাজিল ঘোষণায় জানায়, অক্টোবরের বিশ্বকাপ বাছাই থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন জেসুস। ব্রাজিলের হয়ে বলিভিয়া ও পেরুর ম্যাচের আগে ম্যানসিটির তিনটি ম্যাচে থাকবেন না ২৩ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড।

একদিকে নেই জেসুস, হাঁটুর অস্ত্রোপচার করায় আগুয়েরোর সম্পূর্ণ ফিট হতে আরও চার সপ্তাহ লাগবে। তাতে পেপ গার্দিওলার দলে একমাত্র উপযুক্ত স্ট্রাইকার হিসেবে আছেন লিয়াম ডিলাপ।
ব্রাজিল ফেডারেশন এক বিবৃতি দিয়েছে, ‘বুধবার ইংলিশ দল ব্রাজিলের ডাক্তার রোদ্রিগো লাসমারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। সোমবার প্রিমিয়ার লিগে উলভারহ্যাম্পটনের ম্যাচে তার (জেসুস) চোট পাওয়ার কথা তারা তাকে জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাতে লিগ কাপে বোর্নমাউথকে হারানোর পর গার্দিওলা বলেন, শনিবার লেস্টার সিটির বিপক্ষে মাঠে নামানোর মতো কেবল ১৩ জন ফিট খেলোয়াড় আছেন। করোনা পজিটিভ হওয়ায় আইসোলেশনে থাকার পর ফিরছেন রিয়াদ মাহরেজ ও আইমেরিক লাপোর্তে। কিন্তু ইকে গুন্ডোগান এখনও কোয়ারেন্টাইনে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

টানা ২ ম্যাচ হেরে কাদের

কাঠগড়ায় তুললেন ধোনি?

আইপিএল অভিযানে প্রথম ম্যাচে জয় পেলেও টানা দুটি ম্যাচে হারের মুখ দেখতে হয়েছে ধোনি-ডু প্লেসিদের। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ১৭৬ রান তাড়া করতে নেমে ১৩১ রানেই থেমে যেতে হয় চেন্নাই সুপার কিংসকে। টানা দু’টি ম্যাচ হেরে স্বভাবতই মেজাজ গরম ক্যাপ্টেন কুলের। দলের ব্যর্থতার জন্য সরাসরি ব্যাটিং বিভাগকেই দায়ী করেছেন সিএসকে অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি।

ধোনি জানান, ১৬০ রানের উপর রান তাড়া করতে হলে শুরু থেকেই রান রেটকে অনেকটা সচল রাখতে হয়। সেটা না হলে মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের উপরে অতিরিক্ত চাপ বাড়ে। একজন অতিরিক্ত বোলার নিয়ে মাঠে নামলে ব্যাটসম্যানদের আরও দায়িত্ব নিয়ে খেলা উচিত। এরই সাথে বোলারদের ধারাবাহিকতার অভাবকেও কাঠগড়ায় তোলেন মাহি।

চেন্নাই সুপার কিংসের মুরলি বিজয়-শেন ওয়াটসন ওপেনিং জুটি এখনও দাগ কাটতে ব্যর্থ। আর তার প্রভাবই পড়ছে মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের উপরে। আস্কিং রেটও অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে। মিডল অর্ডারে আম্বাতি রায়াডুর অভাবও স্বীকার করে নেন চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক।

তবে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে অভিজ্ঞ রায়াডুকে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ধোনি। প্রথম ম্যাচে অর্ধশতরান করলেও হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য পরের দু’টি ম্যাচ মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে রায়াডুকে। তার পরিবর্তে ঋতুরাজ গায়কোয়াড় দুটো ম্যাচে মাঠে নামলেও ব্যাটে রান পাননি। সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে এখনও ৬দিন হাতে সময় পাচ্ছে সিএসকে শিবির। এই সময়টাকে কাজে লাগিয়েই ভুল শুধরে ফের স্বমহিমায় মাঠে ফিরতে চান ধোনিরা।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

আনন্দবাস ফটুবল টুর্নামেন্টে স্বাগতিকরা চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস পশ্চিমপাড়া যুব সংঘ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২০ এর ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলায় আনন্দবাস- কুড়ুলগাছিকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে।

খেলায় কুড়ুলগাছি একাদশ -আনন্দবাস পশ্চিম পাড়া যুব সংঘ ১- ১ গোলে ড্র করে। ট্রাইব্রেকারের মাধ্যমে আনন্দবাস পশ্চিম পাড়া একাদশ ৪-গোলে কুড়ুলগাছি একাদশকে পরাজিত করে। খেলা পরিচালনা করেন ইমরান হোসেন। সহযোগিতায় ছিলেন আনন্দবাস পশ্চিমা পাড়া’র যুব সংঘ’র সকল সদ্যসরা।

পরে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাগোয়ান ইউনিয়ন ইউপি চেয়ারম্যান আয়োব আলী, এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও মুজিবনগর ইউপি চেয়ারম্যান মো: জিয়া উদ্দীন বিশ্বাস, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা পরিষদ ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ শাহীন উদ্দীন শাহীন, আরও উপস্থিত ছিলেন,

কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহ এনামুল করিম (ইনু)। বাগোয়ান ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড মেম্বার আনারুল ইসলাম, মেম্বার ফেরদৌস আলী মেন্ত, মেম্বার জাকির, সহ আনন্দবাস পশ্চিমপাড়া যুব সংঘের সকল সদ্যস উপস্থিত ছিলেন,

এসময় প্রধান অতিথি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য বলেন, মাদকসহ সকল ধরনের কু- সংস্কার থেকে দূরে রাখার জন্য খেলাধুলার বিকল্প নাই। খেলাধুলার মাধ্যমে সমাজের যুবকরা অপরাধ থেকে দূরে থাকে। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে খেলাধুলার মাধ্যমে সমাজে অপরাধ প্রবণতা দূর করে। তাই আমাদের সকলের সকল কাজের উর্ধ্বে খেলাধুলাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

থুথুর কারণে চার ম্যাচ নিষিদ্ধ ডি মারিয়া!

পুরো ম্যাচটি ছিল আক্রমণাত্মক। প্রথম থেকেই দু’দলের খেলোয়াড়দের মাঝে উত্তেজনা ছিল। আর ম্যাচের শেষ দিকে এক ফাউলকে কেন্দ্র করে দুই দলের ৫ ফুটবলার লাল কার্ড দেখেন। পুরো খেলায় লাল ও হলুদ মিলিয়ে ১৭টি কার্ড দেখাতে হয় রেফারিকে। ম্যাচটি পিএসজি ১-০ গোলে হারে।

চলতি মাসের মাঝামাঝিতে লিগ ওয়ানে মার্সেইর বিপক্ষে এমন উত্তেজনার ডার্বি ম্যাচে ডিফেন্ডার আলভারো গনসালের গায়ে থুথু মেরেছিলেন আনহেল ডি মারিয়া। এ বিষয়ে অভিযোগের পর চার ম্যাচ নিষিদ্ধ হলেন তিনি।

ডি মারিয়ার এই নিষেধাজ্ঞা শুরু হবে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে। ফলে চলতি সপ্তাহে লিগের ম্যাচে রেঁসের বিপক্ষে খেলতে পারবেন তিনি। তবে পরবর্তী চার ম্যাচে যথাক্রমে অঁজে, নিম, দিজঁ ও নঁতের বিপক্ষে মাঠের বাইরে থাকতে হবে। আগামী ৮ নভেম্বর রেঁনেসের বিপক্ষে ফিরতে পারবেন তিনি।

ডি মারিয়ার ঘটনাটি ঠিক তখনই ঘটেছিল যখন পিএসজি তারকা নেইমারও সেই গনসালেসের মাথার পেছনে হাত দিয়ে আঘাত করে লাল কার্ড দেখেছিলেন। তবে ডি মারিয়ার থুথু মারার ঘটনাটি সেদিন রেফারি বা ভিএআর সবকিছু থেকেই এড়িয়ে যায়।

কিন্তু ম্যাচের পরে মার্শেই কোচ অভিযোগ করেছিলেন বলেই তদন্ত শেষে গতকাল নিষিদ্ধ করা হয় এই মিডফিল্ডারকে। তবে ডি মারিয়ার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে থুথু মারার কথা উল্লেখ করেনি কর্তৃপক্ষ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

২০ হাজার দর্শক নিয়ে উয়েফা ফাইনালের আয়োজন, আতঙ্কে হাঙ্গেরি

করোনা মহামারির মধ্যেই হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে উয়েফা সুপার কাপের ফাইনাল দিয়ে ইউরোপের ফুটবল অঙ্গনে ফিরছে দর্শক। বুদাপেস্টের পুসকাস অ্যারেনায় ২০ হাজার দর্শক মাঠে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে আয়োজক কমিটি উয়েফা।

তবে সুপার কাপে দর্শক প্রবেশের বিষয়টি নিয়ে শঙ্কিত হাঙ্গেরিয়ানরা। দেশটিতে প্রতিদিনই সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য স্টেডিয়ামে হাজারো দর্শক প্রবেশের সিদ্ধান্ত অনেক বেশি ঝুঁকির হবে বলে মনে করছেন দেশটির মেডিকেল চেম্বারের পরামর্শক আন্দ্রাস সিসলেক।

বৃহস্পতিবার হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে উয়েফা সুপার কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হবে জার্মান জায়ান্ট বায়ার্ন মিউনিখ ও সেভিয়া।

চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ইউরোপা লিগ এই দুই আসরের শিরোপা জয়ীকে নিয়ে প্রতিবছর আয়োজন করা হয় উয়েফা সুপার কাপ। প্যারিস সেইন্ট জার্মেইকে হারিয়ে এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে ট্রফি জিতে নেয় বায়ার্ন মিউনিখ। আর ইউরোপা লিগে ইন্টার মিলানকে হারিয়ে শিরোপা ঘরে তুলে নেয় স্প্যানিশ সেভিয়া।

এদিকে, হাঙ্গেরিতে করোনার সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। দেশটিতে প্রতিদিন করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে ৬০০-এর বেশি মানুষ। তাই এই মুহূর্তে স্টেডিয়ামে হাজার হাজার দর্শক প্রবেশ করতে দিলে হাঙ্গেরিতে করোনা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে।

হাঙ্গেরির মেডিকেল চেম্বারের পরামর্শক আন্দ্রাস সিসলেক বলেন, করোনার কঠিন সময়ে সুপার কাপে স্টেডিয়ামে ২০ হাজার দর্শক অনুমতি দেওয়াটা ঠিক হয়নি। হাঙ্গেরির জন্য বিষয়টি বড় ধরনের ঝুঁকির। দর্শকের উপস্থিতিতে ম্যাচ আয়োজন, এর চেয়ে খারাপ সময় আর হতে পারে না। কারণ স্টেডিয়ামে দর্শক আলাদা করা সম্ভব নয়। গণপরিবহন, স্টেডিয়ামের প্রবেশপথ, আসন সব জায়গায় সংক্রমণ হওয়ার আশাঙ্কা থাকছে।

বিরোধীদলীয় এমপি ব্রবলি বলেন, করোনা মহামারিতে উয়েফার এমন পরীক্ষা হতাশার। নাগরিকরা করোনা নিয়ে প্রতিনিয়ত শঙ্কিত। স্টেডিয়ামে হাজারো দর্শক প্রবেশের অনুমতির বিরোধিতা করছি। আশা করছি উয়েফা বিষয়টি গুরুত্ব দেবে।

তবে করোনার এমন অবস্থায় নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে উয়েফা সরে আসে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

যে কারণে কার্তিকের নেতৃত্বে কেড়ে মর্গ্যানকে দায়িত্ব দেবে কেকেআর

বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রোহিত শর্মার মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। গত শনিবার চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারলেও সংযুক্ত আরব আমিরাতের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে তুলনায় বেশি সম্যক ধারণা নিয়েই নাইট শিবিরের বিরুদ্ধে নামবে চারবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই।

তবে দলে ভারসাম্য থাকলেও দু’বারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআরের অধিনায়ক দীনেশ কার্তিককে নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ক্রিকেট মহলে। বিশেষত গতবারের আইপিএলে দলের পারফরম্যান্সের পর। চলতি আইপিএলে শাহরুখ খানের দলের প্রথম ম্যাচের আগে ফের উঠলো সেই বিতর্কই। আর এই বিতর্কের আগুনে ঘি ঢাললেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, কলকাতা নাইট রাইডার্স এমন এক দল, যেখানে আগ্রাসী ও আকর্ষণীয় ব্যাটিং অর্ডার রয়েছে। তবে মিডল অর্ডারে ইয়ন মর্গ্যানের উপস্থিতি অন্য অভিজ্ঞতা দেবে দলকে। সে কিন্তু খুবই বিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারে। দীনেশ কার্তিকের নেতৃত্বে প্রথম ৪-৫টা ম্যাচে যদি কেকেআর ভালো শুরু না করে, তবে

ম্যানেজমেন্টের কাছে মর্গ্যান অধিনায়কের বদলি হতে পারেন।

প্রসঙ্গত, সীমিত ওভারের ক্রিকেটে এই মুহূর্তে অন্যতম বিধ্বংসী ব্যাটসম্যান ইংল্যান্ডের অধিনায়ক। এছাড়াও ১৫.৫ কোটিতে নাইট শিবিরে আসা প্যাট কামিন্সকেও নিজেকে ‘প্রমাণ’ করতে হবে বলে মনে করছেন গাভাস্কার।

সাবেক ভারত অধিনায়ক বলেন, এই মুহূর্তে টি-টোয়েন্টির সেরা আন্দ্রে রাসেল রয়েছেন কেকেআর শিবিরে। আবার সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার প্যাট কামিন্সও রয়েছেন। তবে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের সিরিজে কামিন্সের পারফরম্যান্স কিন্তু ভালো ছিল না। প্রসঙ্গত, টেস্টের র্যাংকিংয়ে বর্তমানে ১ নম্বরে রয়েছেন কামিন্স। তবে তিনি সব ম্যাচ খেলবেন কিনা, তা নিয়ে জল্পনা রয়েছেই।

বাজে আম্পায়ারিং নিয়ে বিরক্ত প্রীতি জিনতা

প্রতি বছর একই কাণ্ড। প্রতি বছর সেই একই অভিযোগ। আর প্রতি বছরই হাজারো অভিযোগ সত্ত্বেও বিসিসিআইয়ের ব্যবস্থা না নেওয়ায় এবার বিরক্ত পাঞ্জাব ফ্র্যাঞ্চাইজিল মালিক প্রীতি জিনতা। এমনিতে তাকে রেগে যেতে হয়তো খুব কম মানুষই দেখেছেন। মিষ্টি হাসি নিয়েই গ্যালারিতে থাকেন প্রীতি। দল হারুক বা জিতুক, কখনওই স্পিরিট নষ্ট করেন না বলিউডের নায়িকা।

তবে এবার তিনি এতটাই বিরক্ত যে নিজের ইমেজ ভেঙে বেরিয়ে এলেন। দিল্লির বিরুদ্ধে তার দল আইপিএলের দ্বিতীয় ম্যাচে হেরেছে। দলের সমর্থক ও প্রীতি নিজেও মানতে নারাজ যে পাঞ্জাব এদিন দিল্লির কাছেই হেরেছে। বরং তারা মনে করছেন, কে এল রাহুলের দলকে হারিয়ে দিয়েছে ভুল আম্পায়ারিং।

দিল্লির বিরুদ্ধে শেষ দশ বলে জেতার জন্য ২১ রান প্রয়োজন ছিল প্রীতির দলের। কাগিসো রাবাডার ওভারের দ্বিতীয় বলে মায়াঙ্ক বাউন্ডারি মারেন। তৃতীয় ডেলিভারি ইয়র্কার করেন রাবাডা। মায়াঙ্ক

কোনওরকমে মিড অন এর দিকে শট খেলেন। ফিল্ডার কাছে ছিল না। তাই দুইরান নেওয়ার সুযোগ ছিল। মায়াঙ্ক ও জর্ডন দুইরান পূর্ণ করেন। কিন্তু স্কোয়ার লেগে দাঁড়ানো আম্পায়ার নিতীন মোহন জানান, জর্ডনের ব্যাট ক্রিজ ছোঁয়নি।

ফলে তিনি এক রান বাতিল করে দেন। এরপর টিভি রিপ্লেতে দেখা যায়, জর্ডনের ব্যাট ভাল মতা ক্রিজ ছুঁয়েছে। তারপরই আম্পায়ারিং নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। যদিও এবারই প্রথম নয়। এর আগেও আইপিএলের জঘন্য আম্পায়ারিং নিয়ে বহুবার প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু লাভ হয়নি। বিসিসিআই এই ব্যাপারে নিরুত্তাপ থেকেছে।

প্রীতি এরপর টুইটারে লেখেন, এই করোনা পরিস্থিতি এতটা রাস্তা পেরিয়ে দুবাই যাই। তারপর ছয়দিন কোয়ারেন্টাইনে থেকে, পাঁচবার করোনা পরীক্ষা করিয়েও হাসিমুখে ছিলাম। কিন্তু এই শর্ট রান আমাকে প্রচণ্ড আঘাত করেছে। প্রযুক্তির ব্যবহার যদি ঠিক করে না হয় তা হলে সেটা রেখে দেওয়ার মানেটা কী! বিসিসিআইয়ের এবার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। প্রতি বছর একই কাণ্ড চলতে পারে না।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ক্রীড়াঙ্গনে আলোচিত সেই ‘ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর’ আজ

আজ ২১ সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে এই দিনটি বিশেষ এক কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। অনেকে আবার দিনটিকে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে কালো রাত্রি বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে কী এমন ঘটেছিল যে, দিনটিকে কালো রাত্রি বা ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর বলা যেতে পারে?

১৯৮২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তৎকালীন ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত মোহামেডান-আবাহনীর ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে সেই বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছিল। সেবার সন্ধ্যায় সুপার লিগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল মুখোমুখি হয়। পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থেকে সেবার মোহামেডান

পারে এ ভয়ে চার ফুটবলারকে বেশি দিন আর জেলে রাখতে পারেনি। দুই সপ্তাহ পরই তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। এ ঘটনা চার ফুটবলারের মনে যেমন দাগ কেটেছে, তেমনি এখনও তা মেনে নিতে পারছেন না ক্রীড়ামোদীরা।

অনেকের কাছে তাই ২১ সেপ্টেম্বর দিনটি ফুটবলে কালো রাত্রি বা ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর বলেই চিহ্নিত হয়ে আছে। কেউ কেউ আবার দিনটিকে বিভীষিকার রাত বলে স্মরণ করেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন